দৈনিক ইনকিলাব

২৪|৭|2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ইনকিলাব ঃ গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ডাকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীশূন্য ক্যাম্পাস

ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে তল্লাশির নামে পুলিশের বাড়াবাড়ি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় নিরাপত্তা ও তল্লাশির নামে পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও দুর্ব্যবহারের কারণে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী কেউই পুলিশের অহেতুক হয়রানির হাত থেকে রেহাই না পেলেও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা এ ক্ষেত্রে এখনো ঠিকই জামাইর আদর পাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে পুলিশের ঔদ্ধত্যপর্ণ আচরণ ও ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের হয়রানি করতে ক্যাম্পাসটা এখন পুলিশকে ইজারা দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ঠেকাতে এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য গত ১৩ জুলাই থেকে শাহবাগ, হাইকোর্ট, নীলক্ষেত, পলাশী, চানখারপুলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়কে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়। কিন্তু মোতায়েনকৃত এসব পুলিশ ক্যাম্পাসমুখী প্রতিটি ছাত্র,

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

পুলিশের বাড়াবাড়ি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তল্লাশির নামে অহেতুক হয়রানি ও হেনস্তা করছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও পুলিশ তোয়াক্কা করছে না, তাদের সাথেও ধমকের সুরে কথা বলছে। পুলিশের এ বাড়াবাড়ির কারণে ছাত্র-শিক্ষকদের যেন দুর্ভোগের সীমা নেই। ছাত্র-শিক্ষকদের যানবাহনের গতিপথ পুলিশ পরিবর্তন করছে। বিভিন্ন সড়কে যানবাহন থেকে জোরপূর্বক রূঢ় আচরণ করে ছাত্র-শিক্ষকদের নামিয়ে দিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি ছাত্রীদেরকেও হল ও ক্লাসে পায়ে হেঁটে আসতে হয়। কাকুতি-মিনতি করেও কোন কাজ হয় না; বরং নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী পেলে পুলিশ যেন ঘাড়ে চেপে বসে। কর্তব্যরত সাংবাদিকরাও পুলিশের জ্বালার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সাংবাদিক পরিচয় পেলেই পুলিশ যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। পুলিশের সাথে কেউ কথায় কথায় তর্কে জড়িয়ে পড়লে তাকে শুনতে হয় অকথ্য গালিগালাজ। রাতের বেলায় পুলিশের এ হয়রানি বেড়ে যায়। সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা এ দুর্ভোগের শিকার হলেও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা এখনো ঠিকই পুলিশের হাতে জামাইর আদর পাচ্ছে। পুলিশের এ তল্লাশির কারণে যেখানে শিক্ষকরা পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে গাড়ী নিয়ে আসতে পারেন না, সেখানে ছাত্রলীগ নেতারা দিনে-রাতে গাড়ী নিয়ে ক্যাম্পাসে অবাধ বিচরণ করেন। গাড়ীতে অস্ত্র বহন করে হলে হলে সরবরাহ করেন।

গত সোমবার রাতে একটি জাতীয় দৈনিকে ইন্টার্নীশিপের কাজ শেষে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের (শেষ পর্ব) ছাত্র আনোয়ার হোসেন মোটর সাইকেলে চড়ে হলে ফিরার পথে শাহবাগ মোড়ে কর্তব্যরত হালিম দারোগা তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আনোয়ার অভিযোগ করে জানায়, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতেই আলমগীর নামে এক কনস্টেবল তাকে মোটর সাইকেল (নং-১১-৩৫৮৭) থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এতে মোটর সাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হালিম দারোগা ও মোবাইল ডিউটিরত দারোগা আমিরুল ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। গতকাল আনোয়ার এ ব্যাপারে ভিসির নিকট লিখিত অভিযোগ দিলে ভিসি ব্যবস্থা নিবেন বলে